রোগীদের সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকনগুনিয়া ও আর্থাইটিস ক্লিনিকের উদ্বোধন
চিকনগুনিয়া বিষয়ে গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ

সাধারণত চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫ শতাংশ পরবর্তীতে কোনো না কোনো ধরণের আর্থাইটিস-এ ভোগেন। এসব রোগীদের সুবিধার্থে উপযুক্ত ও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আজ ১৩ আগস্ট ২০১৭, রবিবার, দুপুর ১২টায় ফিতা কেটে "চিকনগুনিয়া ও আর্থাইটিস ক্লিনিক"-এর শুভ উদ্বোধন করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। বহির্বিভাগ ভবন-১-এর ৪১০নং কক্ষে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপর ১টা পর্যন্ত এই ক্লিনিকে সংশ্লিষ্ট রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউমাটোলজি বিভাগ এই ক্লিনিক ও পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। এদিকে আজ সকাল ১০টায় অত্যন্ত সময়োপযোগী এই ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের নিচতলায় ডা. মিল্টন হলে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। রিউমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ-এর পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শামসুন নাহার, শিশু বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শাহানা আখতার রহমান, মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুর রহিম, ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শাহিনা তাবাসসুম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিউমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মিনহাজ রহিম চৌধুরী। তথ্যসমৃদ্ধ ও চিকিৎসা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও এপিএলএআর-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আতিকুল হক, বাংলাদেশ রিউমাটোলজি সোসাইটির মহাসচিব অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু শাহীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, চিকনগুনিয়ার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। শুরুতে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার আয়োজন করা হয়। পরবর্তী "চিকনগুনিয়া: ঢাকা এক্সপ্রিয়েন্স ২০১৭" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। রোগীদের সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে "চিকনগুনিয়া ও আর্থাইটিস ক্লিনিক" চালু করা হলো। এ বছর সাংবাদিকবৃন্দ ও গণমাধ্যমগুলো চিনিগুনিয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। চিকনগুনিয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিভাগ, উয়িং-এর সমন্বয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ নিয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে মশক নিধন কার্যক্রম আরো জোরদার করারও আহ্বান জানান।

সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার বলেন, চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগী যাতে ব্যথা, যন্ত্রণা থেকে একটু আরাম অনুভব করে চিকিৎসকদের সে বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে ব্যাপক, ফলপ্রসূ ও সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁদের এ কষ্ট থেকে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে মুক্তি দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করণীয় সব কিছুই করবে।

মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ বলেন, চিনিগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের যেনো অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না দেয়া হয়। এ ধরণের রোগীদের কষ্টের মাত্রা চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত হ্রাস করার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বাস্তবতা, রোগীদের কষ্ট ও দুর্ভোগ, রোগীদের সামর্থ্য ও সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

অন্য বক্তারা বলেন, প্রয়োজনে টাস্কফোর্স গঠন করে চিকনগুনিয়া নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করতে হবে। চিকনগুনিয়া আক্রান্ত কত শতাংশ রোগী জটিল আর্থাইটিস-এ ভোগেন তা নির্ণয় করা জরুরি। এ ধরণের রোগীদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে জয়েন্ট ডেমেজের শিকার হবেন কি-না তাও জানাটা জরুরি বলেই এ নিয়ে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।